দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়োস্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ৫ | ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ মঙ্গলবার

একা নয় কেউ এই জীবনের বাঁকে। সিনেমাতে দেখা লোক, আশেপাশে থাকে।।

জয়তু জটায়ু! একাই ১০০!!

অতনু রায়

জনপ্রিয়তায় তিনি বাংলা আর দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক। তার সূত্রপাত 'সোনার কেল্লা' ছবিতে। ততদিনে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির শুন্ডি রাজা ও হাল্লা রাজা আর 'মর্জিনা আবদাল্লা'র আলিবাবা হিসেবে তাঁকে দেখে ফেলেছেন সব্বাই। কিন্তু, 'সোনার কেল্লা' হয়ে গেল এক কিংবদন্তির লঞ্চপ্যাড... জটায়ু হলেন সন্তোষ দত্ত। এমনকি, 'হীরক রাজার দেশে' দেখার সময়েও শুন্ডির রাজাকে দেখে বাচ্চারা জটায়ু হিসেবেই চিনেছে।

ভাগ্যিস বাবা সুকুমার রায়ের লেখা নাটক 'চলচিত্তচঞ্চরী' দেখতে গিয়ে ওঁকে দেখে নিজের ছবির জন্য মনে ধরেছিল সত্যজিৎ রায়ের!

সন্তোষ তখন গায়ে কালো কোট চাপিয়ে ব্যস্ত উকিলবাবু। আগে চাকরি করেছেন ব্যাংকে। সত্যজিৎ রায় রজনী সেন রোডের প্রদোষচন্দ্র মিত্র আর তাঁর ভাইপো তপেশরঞ্জন মিত্রর সঙ্গে দেখা করালেন গড়পারের লালমোহন গাঙ্গুলির। বাকিটা ইতিহাস। বাংলা ছবির ইতিহাসের সর্বকালের সেরা 'থ্রি মাস্কেটিয়ারস' তৈরি হল। 'সোনার কেল্লা' মুক্তি পেল। আট থেকে আশি গোগ্রাসে গিলল সেই ছবি। জটায়ু এমন জনপ্রিয় হলেন যে, কিছুদিন পরেই নিজের পরের উপন্যাস 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর অলংকরণ করতে গিয়ে জটায়ু হিসেবে সন্তোষকেই এঁকে ফেললেন সত্যজিৎ! 'হাইলি সাসপিশাস'... কী বলেন! কিংবদন্তির শতবর্ষে উৎসবে থাকছে 'সোনার কেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'মর্জিনা আবদাল্লা' আর 'হীরক রাজার দেশে'।

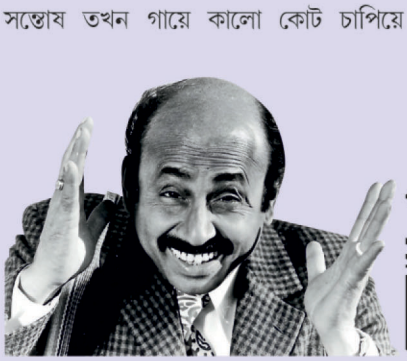

শিশির মঞ্চ শতবার্ষিক স্মরণ সারাদিন

দোলা চৌধুরী

প্রতিবছরের মতো এই বছরেও উৎসবে শতবর্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হল তিন প্রবাদপ্রতিম শিল্পীকে গতকাল শিশির মঞ্চে। তৃপ্তি মিত্র, সন্তোষ দত্ত ও সলিল চৌধুরির শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয় 'মানিক', 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ও 'মর্জিনা আবদাল্লা';এই সিনেমা তিনটি প্রদর্শনের মাধ্যমে। মঞ্চ ও পর্দা দু-জায়গাতেই আমরা পেয়েছি তৃপ্তি মিত্র ও সন্তোষ দত্তকে। যদিও প্রথমজন থিয়েটার-জগতেই বেশি প্রসিদ্ধ। আবার সন্তোষ দত্তর অভিনয়ের জাদু রুপোলি পর্দাতেই আমরা বেশি দেখেছি। আর সলিল চৌধুরির সুরের মূর্ছনায় মন্ত্রমুগ্ধ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী।

'মানিক' ছবিটির উপস্থাপনাকালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সাংবাদিক এবং নাট্যব্যক্তিত্ব সম্রাট মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করলেন তৃপ্তি মিত্রর 'ন্যাচারাল' অভিনয়ের কথা, যা কিনা ইটালির নিও রিয়ালিজ্‌মের ধারাকে বহন করে। 'পথিক', 'রিক্সাওয়ালা'র মতো 'মানিক' ছবিতেও আমরা দেখতে পাই তৃপ্তি মিত্রর ছক-ভাঙা আধুনিক অভিনয়, যা সমৃদ্ধ করেছিল ভারতীয় সিনেমার প্রারম্ভিক সময়কালকে।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও আকাদেমির সদস্য প্রসাদরঞ্জন রায় অভিনেতা সন্তোষ দত্ত সম্পর্কে বললেন 'জটায়ু জিন্দাবাদ'। 'পরশপাথর', 'চারমূর্তি', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' এবং আরও অন্যান্য ছবিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয় করলেও জটায়ু চরিত্রটিই তাঁকে এনে দিয়েছিল সীমাহীন জনপ্রিয়তা।

সুরের জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে এত পরীক্ষানিরীক্ষা আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। সলিল চৌধুরি সম্পর্কে এমনটাই বললেন বিশিষ্ট অধ্যাপক অভীক মজুমদার। ধ্রুপদি সংগীত, লোকসংগীত এবং পাশ্চাত্য সংগীতের অপূর্ব সম্মেলন ঘটিয়েছিলেন তিনি। বাংলা, হিন্দি, তামিল, মালয়লম এবং আরও অনেক ভাষায় তিনি সুর করেছেন, সুর দিয়েছেন চলচ্চিত্রের সংগীতেও। 'গঙ্গা', 'দো বিঘা জমিন', 'আনন্দ' এবং আরও বহু ছবিতে তাঁর সংগীত আমাদের মুগ্ধ করেছে।

তিন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের কাজের সঙ্গে যেমন পরিচিত হল এই বিশেষ অনুষ্ঠানত্রয়ীর মাধ্যমে, তেমনই তাঁদের ব্যক্তিত্বের বহুবর্ণময় দিকটি সম্পর্কেও অবহিত হয়ে সমৃদ্ধ হল নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররা।

দর্শকের দরবারে 'দাবাড়ু'র দল

টিম 'দাবাড়ু'র বিশেষ উপস্থাপনার পরে পরিচালক আর খুদে অভিনেতার সাক্ষাৎকার। বুলেটিনের পাঠকদের জন্য লিখলেন জেবা মুন্সি।

এবারের উৎসবে তৃতীয় দিনের বিশেষ চমক বিখ্যাত সিনেমা 'দাবাড়ু'র টিমের উপস্থিতি। রবীন্দ্রসদনে ছবির শেষে হল ভরতি দর্শকদের সঙ্গে কথা বললেন ছবির অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শিশুশিল্পী অর্ঘ্য দাস আর ছবির পরিচালক পথিকৃৎ বসু। তাঁদের বরণ করে নেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক রানা দেব দাশ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এই উৎসবের প্রিভিউ কমিটির সদস্য জন হালদার।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত জানান, 'দাবাড়ু আমার নিজের খুব পছন্দের ছবি। দাবা নিয়ে খুব বেশি ছবি তো হয়নি। তাই ভারতীয় দাবার আন্তর্জাতিকমানের বাঙালি প্রতিভা সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন নিয়ে ছবিটা সকলের কাছেই খুবই অনুপ্রাণিত করার মতো একটি ছবি।' এখানে পরিচালক পথিকৃৎ বসু বলেন, 'এই প্রথম কোনও দাবাড়ুর জীবন থেকে ছবি করা হয়েছে, এর আগে কখনও ভারতবর্ষের ভেতর চেস প্লেয়ারের ওপর আজ পর্যন্ত কোনও ছবি হয়নি। এই ছবিতে চিরঞ্জিতদা বা দীপঙ্কর দে-র মতো অভিনেতাদের পেয়েও আমরা খুবই আপ্লুত।'

শিশুশিল্পী অর্ঘ্য দাস তার ছবির সেটের কিছু স্মৃতিও ভাগ করে নিল সকলের সঙ্গে। অর্ঘ্য জানায়, 'আমি ছোটোবেলা থেকে দাবা তো সেইভাবে খেলিনি। ফলে ছবি তৈরির আগে আমাকে পুরোপুরি গ্রুমিং করা হয়েছে। ফলে, পরে আমার দাবার প্রতি আগ্রহ আরও অনেকটা বেড়েছে। এখন তো মনে হয়, সবার এই খেলাটি শেখা উচিত।' দারুণ কথা আর মজার মুহূর্তে ছবি দেখার পরের সময়টাও খুদে দর্শক আর তার অভিভাবকদের কাছে বেশ স্মরণীয় হয়ে থাকল।

'শুধু সূর্যশেখর নয়, তার মায়ের আত্মত্যাগের কাহিনিও'

পথিকৃৎ বসু, পরিচালক

এই সুন্দর উৎসবে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে আর এইরকম বিশেষ একটি জায়গায় আসতে পেরে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। আমাদের সিনেমা 'দাবাড়ু' এখানে এই নিয়ে দুবার দেখানো হল। দর্শকদের দিক থেকে আমরা প্রচুর পজিটিভ রেসপন্স পেয়েছি। আসলে এটা তো শুধু একজন খেলোয়াড়ের গল্প নয়, এখানে আছে এক মায়ের আত্মত্যাগের গল্প। শিবুদা (শিবপ্রসাদ মুখার্জি) সূর্যশেখর গাঙ্গুলির ব্যাপারে বলে, তখন আমি সূর্যর বাড়িতে যাই। ওঁর কাছে ওঁর স্ট্রাগলের যে কাহিনি শুনি, সেটা থেকে আমার মনে হয় এটা শূন্য থেকে শুরুর গল্প নয়, একেবারে নেগেটিভ থেকে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার গল্প। ওঁরা যেভাবে খেলেন, সেই হাতের মুভমেন্টটাও কত যত্ন করে দেখেছেন আর অভিনয়ে এনেছেন দীপঙ্কর দে আর চিরঞ্জিতদা, সেটা দেখার মতো।

জন হালদার

ছোটোদের বাংলা ছবির জগৎ এতটাই সমৃদ্ধ যে, ভারতের যে-কোনও ভাষাতে তৈরি, এমনকি পৃথিবীর যে-কোনও দেশে যে-কোনও ভাষাতে তৈরি এই ধরনের ছবির সঙ্গে তার পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। সে অভিযানের গল্প বা রহস্য কাহিনি থেকে শুরু করে মানুষের গল্প, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খোঁজার কাহিনি, নানা বিষয়ের মধ্যেই অবিরাম তার আসা-যাওয়া। আরও বড়ো ব্যাপার হল, বাংলার তখনকার আর এখনকার প্রায় সব চিত্রপরিচালকই ভেবেছেন ছোটোদের জন্য ছবি করতে। সত্যজিৎ রায় আর তপন সিংহ তো ভেবেছেনই, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনও অন্তত একটি করে ছবি করেছিলেন ছোটোদের জন্য। এখনকার সন্দীপ রায়, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় থেকে সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিচালকরাও ভেবেছেন ছোটোদের ছবি করার কথা।

এবারের উৎসবে এবার সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা', 'হীরক রাজার দেশে'র মতো ছবি তো আছেই। আরও রয়েছে 'মানিক', 'বাদশা', 'ভোম্বল সর্দার'-এর পাশাপাশি 'কোনি', 'রামধনু', 'দাবাড়ু'। তার সঙ্গে কোনও সিনেমার বিষয় খেলা, তো কোনও সিনেমার বিষয় ছোট্ট একটি শিশুর সংস্পর্শে এসে দুষ্টু লোকের ভালো হওয়ার গল্প। রূপকথার মোড়কে তৈরি 'হীরক রাজার দেশে' যেমন আধুনিক পৃথিবীর কথা বলে, তেমনই 'পক্ষীরাজের ডিম' বা 'আইকম বাইকম' থেকে 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী' আমাদের কখনও রূপকথা আর কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে মিশিয়েই আমাদের দেয় এক ভালো-থাকার ঠিকানা। কিংবা ধরো, 'পাতালঘর'-এর মতো সিনেমা। কতদিন আগে এই ছবির নির্মাতারা এই মাপের একটি ছোটোদের ছবি করার কথা ভেবেছিলেন। তোমরা এই ছবিটি দেখতে কিছুতেই ভুলো না যেন! আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন সময়ে ছড়ানো-ছিটোনো এই ছবিগুলি দেখলে ছোট্ট বন্ধুরা বুঝতে পারবে আমাদের বাংলা সিনেমা বিশ্বের দরবারে কেন এক চমৎকার গুপ্তধনের খনি।

‘ছোটোদের কোনও রিহার্সাল লাগে না’

নন্দিতা রায়, পরিচালক

আমার ছোটোদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। আমি নিজে বাচ্চাদের ছবি বানাতে খুব ভালোবাসি। আমরা ছোটোদের নিয়ে অনেকগুলো ছবি করেছি। কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমার যেটা মনে হয় যে, বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করতে হলে প্রথমে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়। যদি সেটা একবার করে ফেলা যায়, তখন বাচ্চারা কাজে খুব ভালো সাড়া দেয়। তবে এই বন্ধুত্ব করার জন্য ওদের সঙ্গে সমান সমানভাবে কথাবার্তা বলতে হয়। মানে বড়োদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেলে যেভাবে কথা বলি আমরা, সেভাবে বলতে হয়। ওদের কখনও মনে করতে দেওয়া যাবে না যে ওরা ছোটো আর আমরা বড়ো। এই পার্থক্যটা যদি ওরা বুঝতে পারে তাহলেই কিন্তু একটু অস্বস্তি হবে আর তখন ভাবটা ঠিকমতো জমবে না। সেজন্য আমরা প্রথমেই ওটা ভেঙে দিই। যেমন আমরা অনেক সময়েই বলি যে, আমরা ওদের স্কুলে পড়ি। অনেকটা যেন উঁচু ক্লাসে পড়ি বলে আমাদের চেনে না, খেয়াল করেনি। এইরকমভাবেই বন্ধুত্বটা পাতাতে হয়। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে বাচ্চারা, বিশেষ করে আজকালকার বাচ্চারা খুবই বুদ্ধিমান। তাদের কোনওরকম ইনহিবিশন নেই। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে লজ্জা, ভয় কিছুই পায় না। এত সহজভাবে অভিনয় করে যে, দেখে চমক লেগে যায়। আমার তো ছোটোদের নিয়ে কাজ করতে যে এত ভালো লাগে, তার একটা কারণ হল, ওরা একদম স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করতে পারে। বড়োদের অভিনয়ে কিন্তু সেটা পাওয়া কঠিন। আসলে ছোটোদের মজা হচ্ছে, ওদের একটা কাজ করতে বললে, ওরা মনে করে, ওদের সেটা করে দেখাতে হবে। মানে ওরাও যেন বড়ো হয়ে গেছে, যা ওদের বলা হয়েছে, সবই ওরা পারে, এরকম একটা মনোভাব থেকে অভিনয়টা অনায়াস করে দেয়। খুব বেশি কিছু শেখাতে হয়, বারবার দেখিয়ে দিতে হয়, তাও কিন্তু নয়। যে-কোনও চরিত্রে অভিনয়ের সময় দারুণ সব এক্সপ্রেশন দেয়। তবে বড়োদের মতো করে বলতে হয়, ‘তোমার কাছ থেকে এরকমটা চাইছি। একটু করে দেখাও তো।’ সঙ্গে সঙ্গে করে দেবে। তারপরে হয়তো বললাম, ‘না, এটা ঠিক হল না। আর-একরকম করো তো।’ তখন সেটাও করে দেবে। অনায়াসে তিন-চাররকম এক্সপ্রেশন দেখিয়ে দেবে। নিজে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

এমনিতে আমাদের সব সময়েই ইউনিটের সঙ্গে একজন চাইল্ড ট্রেনার থাকে। সে ওদের সংলাপটা মুখস্থ করায়। সেটাই ওর কাজ। বাচ্চারা যাতে সংলাপটা ঠিকঠাক মুখস্থ করে ফেলতে পারে, সেটাই ওরা দ্যাখে। সেজন্যও অবশ্য তাকে বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব করে নিতে হয়। এই চাইল্ড ট্রেনাররা বাচ্চাদের সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে যায়। আমি এরকমও দেখেছি, ছবির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাচ্চারা ওই ট্রেনারকে ছেড়ে যেতে চায় না। মা-কে বলে, ‘এই দিদিটাকেও নিয়ে চলো, আমার সঙ্গে থাকবে।’ তবে কাজটা কিন্তু বড়োদের সঙ্গে যেভাবে হয়, সেভাবেই করতে হয়। আমরা একসঙ্গে বসে স্ক্রিপ্ট রিডিং করি। তখন ওদের গল্পটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কোন চরিত্র, ওর কাছ থেকে আমরা কী চাইছি, সেটা বুঝিয়ে বলতে হয়। তারপর আর কোনও অসুবিধা হয় না। ঠিকঠাক করে দেয়। ওদের কিন্তু শুটিং-এর সময় বারবার টেকও দিতে হয় না, তখন আর রিহার্সালও লাগে না। নিজের শুধু নয়, অন্যের ডায়ালগও বাচ্চারা মুখস্থ করে ফ্যালে। ‘রামধনু’র শুটিং-এ তো একটা দারুণ মজার ঘটনা ঘটেছিল। গার্গী আর বাচ্চাটার কথোপকথন চলছে। গার্গী নিজের সংলাপ বলেছে। কিন্তু বাচ্চাটা চুপ করে আছে। তো আমরা বললাম, ‘কী হল, এবার তো তোমার ডায়ালগ। বলছ না কেন?’ তখন বলল, ‘ও ভুল বলেছে তো। আগে ঠিক করে বলুক, তারপর বলব।’ মানে গার্গী ডায়ালগে একটু ভুল বলেছিল, কথা আগে-পরে হয়েছিল। খাতায় যেটা লেখা ছিল, সেটা বলেনি। তাহলে ও আর বলবে কেন? তাই চুপ করে আছে। এইসব মিলিয়ে ছোটোদের নিয়ে কাজ করাটা এত সহজ আর মজার হয় যে, ওটাকে প্রায় এন্টারটেনমেন্টই বলা যায়। মনেই হয় না যে, কোনও কাজ করছি।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন দীপান্বিতা রায়

সোনাদার সঙ্গে সেল্‌ফি

উৎসবে রবীন্দ্রসদন আর নন্দন-১-এ পরপর দুটি সিনেমা ‘গুপ্তধনের সন্ধানে’ ও ‘দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন’-এর শো-এ এলেন আবির ‘সোনাদা’ চট্টোপাধ্যায়। কানায় কানায় ভরতি প্রেক্ষাগৃহে সোনাদার উপস্থিতিমাত্র উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন দর্শকরা। ছোটো থেকে বড়ো সবাই একবার ছুঁয়ে দেখতে চায় সোনাদাকে। সোনাদা সবার সঙ্গে ছবি দেখার আনন্দ ভাগ করে নিলেন এবং দর্শকদের ভালোবাসা তাঁর দুই সঙ্গী আবিরলাল ও ঝিনুকের হয়েও গ্রহণ করলেন। খুদে দর্শকদের অনুরোধে তাদের সঙ্গে সেল্‌ফিও তুললেন সোনাদা।

শুভদীপ দত্ত

এবারের উৎসব
কর্মশালা থেকে চিত্রপ্রদর্শন

মোবাইলের সিনেমা

অভীক মজুমদার

খুদেদের হাতে মোবাইল ফোন দেখলেই আমরা হইহই করে উঠি। কোনও সন্দেহ নেই শিশু-কিশোরদের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে এই যন্ত্র। এই অপপ্রভাব থেকে মুক্তির কোনও পথ আছে কি ? শিশু কিশোর আকাদেমি সেই কারণে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছে মোবাইল, তাদের আলাদা কর্মসূচির মাধ্যমে শিখিয়েছে, কীভাবে সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহার করা যায় এই যন্ত্রটিকে। শিশু-কিশোরদের হাতে হাতে তাদের জীবনের কথা, তাদের স্বপ্নের কথা, তাদের আনন্দ-বেদনা, উল্লাস-বিষাদের মুহূর্ত ছায়াছবির আকারে পরিবেশিত হচ্ছে। ২০২৬ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবে নজর কাড়বে শিশুদের নিজেদের তৈরি ছোট্ট ছোট্ট মোবাইলের ছবি।

শিশুদের যেমন থাকে নিজস্ব স্বপ্নজগৎ, তেমনি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও হয় নিজস্ব। মনে মনে নানা রঙের ডানায় ভর দিয়ে তারা অনায়াসে সফর করে দেশে-বিদেশে, পশুদের রাজ্যে অথবা রূপকথার শহরে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার ছোটো ছোটো পরিসরেও তাদের দৃষ্টিকোণ অনেকটাই বড়োদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেজন্য শিশুদের নিজেদের তৈরি ছবির তাৎপর্য অনেক। সত্যি বলতে কী, ওদের তৈরি ছবি কিন্তু বড়োরা, তাঁরা যত বড়ো সিনেমা নির্মাতাই হোন-না কেন, কিছুতেই বানাতে পারবেন না।

অবশ্যই এই সিনেমার উৎসবে খুদেদের বানানো ছবির জন্য থাকছে চোখধাঁধানো পুরস্কার। খুদে নাগরিকদের তৈরি করা এই ছবিগুলিতে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ করার—

- শিশুদের, চিত্রনাট্য এবং দৃশ্যরূপকে একসঙ্গে উপস্থাপনার নানা প্রয়াস।
- প্রকৃতি, প্রাণীজগতের নানা অভিব্যক্তি, মানবসম্পর্কের খুঁটিনাটি উপস্থাপনার প্রয়াস।
- নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর অনুভূতিকে লালন করার শৈল্পিক দক্ষতা।

ছোটোদের ছোটো ছবি

জেবা মুন্সি

গত বছর থেকে শুরু হয়েছিল। এবারেও সেইভাবে উৎসবের কর্মশালা হল স্মার্টফোনে ছবি তৈরি করার। এবার স্মার্টফোনে ছবি তৈরির দুটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় ৩ থেকে ৭ জুন ২০২৫ রূপকলা কেন্দ্র, কলকাতায় আর ১৭ জুন থেকে ২১ জুন, ২০২৫ চন্দননগরের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সভাগৃহে। ২৬ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে ৩টে নন্দন-৩-এ দেখানো হল এই কর্মশালায় তৈরি ৪০ জন নবীন শিক্ষার্থীর ৪০টি চলচ্চিত্র। নন্দন চত্বর মেতে উঠেছিল বাচ্চাদের এবং অভিভাবকদের খুশির উল্লাসে।

বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজু রমন, অভীক মজুমদার, শিলাদিত্য সেন। ছবি দেখানোর শেষে রূপকলা কেন্দ্র এবং চন্দননগরের কর্মশালায় যেসব খুদে অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হল। কলকাতার কর্মশালা থেকে প্রথম স্থান অর্জন করেছে গহনিকা কর্মকারের 'উপার্জনের রূপকথা' ছবি। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সুরাঞ্জলি চক্রবর্তীর 'আমি তোমার মাটির কন্যা' ফিল্ম। তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে দীপিকা দলুইয়ের 'কাঠগোলাপ নীরবতার এক ফ্রেম'। চন্দননগরের কর্মশালা থেকে প্রথম স্থান অর্জন করেছে অর্চিশা মান্নার 'কালচক্র'। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সমাদৃতা সামন্তর 'মোদক'স ফ্লেভার অন এভরি বাইট' ছবি। আর তৃতীয় স্থান অর্জন করে শেখ মেহেরাজ উদ্দিনের 'দি অ্যাপিয়ারেন্স অব অ্যান আননোন মেন্টর' ছবিটি। সব মিলিয়ে সে এক জমজমাট ব্যাপার।

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।